পল্লবিত পল্লব

শৈশবে পল্লব ছিলেন দারুণ চটপটে আর চঞ্চল স্বভাবের। তাঁর মা-বা, ভাই-বোন সবাই স্বপ্ন দেখতেন ছোট্ট পল্লব একদিন ডাক্তার হবে। নাম কামাবে। পল্লব ঠিকই নাম কামিয়েছেন। তবে ডাক্তার হিসাবে নয়, মডেল হিসাবে। তবে এতে কোন আফসোস তাঁর পরিবারের কারোর নেই। বরং পল্লবের জনপ্রিয়তায় তাঁরা গর্ববোধ করেন এখন।

পল্লব বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় মডেল। অভিনেতা হিসাবেও তিনি বেশ দক্ষতা দেখিয়েছেন। এটিএন বাংলার ঈদের “আনন্দমেলা” এবং বিটিভির প্যাকেজ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান “অতএব” উপস্থাপনা করে উপস্থাপক হিসাবেও সাফল্য দেখিয়েছেন।

কথা হয় পল্লবের সঙ্গে—

ঃ আচ্ছা পল্লব, আপনার পরিবারের সবাই চেয়েছিলেন আপনি ডাক্তার হবেন। কিন্তু শো-বিজে এলেন কেন?

— সত্যি কথা বলতে দ্বিধা নেই। তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার মতো কোন চেষ্টাই আমার ছিল না। যখন চেষ্টা করতে যাব তখন নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি ফ্যাশন শো'র রঙিন ভুবনে।

ঃ তার মানে আপনি পণ্যের মডেল হবার আগে ফ্যাশন মডেল হিসাবে কাজ করেছেন?

— হ্যাঁ। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ বিভিন্ন জায়গায় ফ্যাশন মডেল হিসাবে র‌্যাম্প শো করেছি।

ঃ তো, বিজ্ঞাপন চিত্রে মডেল হলেন কীভাবে?

— ১৯৯১ সালের ঘটনা। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়ামে ব্যায়াম করে বাসায় ফিরছিলাম। পথে দেখা হয় আফজাল (আফজাল হোসেন) ভাইয়ের বিজ্ঞাপনী সংস্থার আলম সাহেবের সঙ্গে। উনি তখন মডেল খুঁজছিলেন ‘আম্বার ব্রেড’ আর ‘রুহুল টেইলার্স’ বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করার জন্য। তিনি আমাকে দেখে মডেল হওয়ার অফার দেন। আমিও সানন্দে রাজি হয়ে যাই। এভাবেই চলে এলাম মডেলিংয়ে।

ঃ আপনি প্রায় ৪৫টির মতো বিজ্ঞাপনচিত্রের মডেল হয়েছেন। জনপ্রিয়তাও পেয়েছেন। কিন্তু ডাক্তার হতে না পেরে কি এখন কষ্ট পান বা আফসোস করেন?

— আসলে ঠিক কষ্ট পাই না। তবে মাঝে মাঝে আফসোস হয়, কেন ডাক্তার হলাম না। কিন্তু আবার যখন অন্য দশজনের মাঝে নিজেকে আলাদাভাবে আবিষ্কার করি, তখন আফসোসটা কেটে যায়।

ঃ কিন্তু মাঝে মাঝে যে আফসোস হয়, এর কারণ কী?

— দেখুন, মডেলিং কিন্তু আমাদের দেশে এখনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। কিংবা পেশা হিসাবে মডেলিংকে নেয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়নি।

ঃ এজন্যই কি আপনার অভিনয়ে আগমন?

— যেহেতু আমি শো-বিজে জড়িত ,তাই স্থায়ীভাবে এ মাধ্যমে থাকার কথা ভাবতে হয়। এজন্য অভিনয়ে আসা। তাছাড়া মডেলিং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চালানো যায়। সে সময় পেরোনোর আগেই অভিনয়ে এসেছি। সে সঙ্গে অভিনয়কে পেশা হিসাবে নেয়ার চিন্তাভাবনা করছি।

ঃ মডেলিং থেকে যাঁরা অভিনয়ে এসেছেন, তাঁদের সম্পর্কে প্রায়শ শোনা যায়, তাঁরা মডেলিংয়ের ইমেজকে কাজে লাগিয়ে অভিনয় করছেন। আপনার বক্তব্য কী?

— কেউ যদি সত্যি সত্যি ইমেজকে কাজে লাগিয়ে অভিনয় করে থাকে তবে তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। হাতে গোনা একজন বা দু'জন। তবে অভিনয়ে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই অভিনয় জানতে হবে। আমার এটা না থাকলে এতগুলো নাটকে কীভাবে অভিনয় করলাম।

ঃ একবার তো চলচ্চিত্রের নায়ক হওয়ার কথা ছিল। এখনও কি সে ইচ্ছা আছে?

— চলচ্চিত্র হলো বিনোদনের শক্তিশালী মাধ্যম। এ মাধ্যমে কাজ করার ইচ্ছা এখনও ফিকে হয়ে যায়নি। ভাল সুযোগ পেলে অবশ্যই চলচ্চিত্রে কাজ করব।

ঃ এবার শেষ প্রশ্ন, আপনার এমন কোন স্বপ্ন আছে কি, যা দেখতে ভালবাসেন?

— ভারতের মিঠুন চক্রবর্তী আমার প্রিয় নায়ক। আমি স্বপ্ন দেখি তাঁর সঙ্গে অভিনয় করার। জানি না এ স্বপ্ন পূরণ হবে কিনা। নাকি স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে!

তুষার